



102537 - শূকররে গাশত সম্বলতি জীবজন্তুর খাবার প্রস্তুত করার বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জীবজন্তুর খাবার প্রস্তুতকারক কারখানায় চাকুরী করার হুকুম কি? যত খাবারত শূকররে গাশত থাকত?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদুলল্লাহ

এক:

যসেব প্রাণী খাওয়া জায়তে নয় যমেন- কুকুর, বড়াল সসেব প্রাণীকে হালাল নয় এমন কিছু খাওয়ানত জায়তে আছে; যমেন- শূকররে গাশত। কেননা শূকরকে যবহে করা হোক বা না-হোক শূকর মরা প্রাণী হিসেবে গণ্য।

ইমাম নববী তাঁর 'মাজমু'গ্রন্থতে (৪/৩৩৬) বলনে: কুকুর ও পাখিকে মরা প্রাণী খাওয়ানত জায়তে। চতুষ্পদ জন্তুকত নাপাক খাবার খাওয়ানত জায়তে। [সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহমিহুল্লাহ) বলনে: “মদ দিয়ে আগুন নভোনত জায়তে। বাজপাখি ও ঈগলকে মরা প্রাণী খাওয়ানত জায়তে। চতুষ্পদ জন্তুকত নাপাক পোশাক পরধিান করানত জায়তে। অনুরূপভাবে আলমেগণরে প্রসদিধ মতানুযায়ী, নাপাক চর্বা দিয়ে বাত জ্বালানত জায়তে। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণতি দুইটি অভমিতরে মধ্যে এ মতটি প্রসদিধ। জায়তের কারণ হলত-উল্লেখতি ক্ষতেরে নাপাক জনিসি ব্যবহার করা সগেলত ধ্বংস করার পরযায়ভুক্ত এবং এতত ক্ষতরি কিছু নই। [আল ফাতাওয়াল কুবরা: ১/৪৩৩]

দুই:

আলাদাভাবে শুধু শূকররে গাশত অথবা অন্য কিছু সাথত মশিরতি শূকররে গাশত বক্রি করা নাজায়তে। দললি হচ্ছত- সহহি বুখারী (২২৩৬) ও সহহি মুসলমি (১৫৮১)-এ জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণতি আছে, তনি মক্কা বজায়রে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কাতত বলতত শুনছেন “নশিচয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলমদ, মরা-প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বক্রিয় হারাম করছেন।”

ইমাম নববী (রঃ) বলনে: শকারি-জন্তুকত মরা প্রাণী খাওয়ানত বধৈ; তবত তা বক্রি করা বধৈ নয়। [আল মাজমু-৯/২৮৫]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রঃ) কত বড়ালরে জন্য প্রস্তুতকৃত শূকররে গাশত সম্বলতি কতটাজাত খাদ্যরে ব্যাপারে জজিঞসো



করা হয়েছিল- ‘এ জাতীয় খাদ্য ক্রয় করা ও বড়ালকে খাওয়ানো জায়যে হবে কনি’? তিনি উত্তরে বলেন, যদি এ জাতীয় কটোজাত খাদ্য ক্রয়েরে ব্যাপার হয় তাহলে তা জায়যে হবে না। কনেনা অর্থরে বনিমিয়ে শূকররে গশেত ক্রয় করা বধৈ নয়। তবে যদি কঠোথোও পরতিযক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং তা সংগ্রহ করে বড়ালকে খাইতে দেয়ে, তবে কনেনা সমস্যা নহৈ। আল্লাহই ভাল জাননে।

আরও জানতে 5231 নং প্রশ্ননোত্তর দেখুন।

এ আলচনার ভিত্তিতে বলব, এমন খাদ্য তরৈরি কাজ করা জায়যে হবে না য়ে খাদ্যে শূকর অথবা মরাপ্রাণীর গশেত আছে। কারণ এর দ্বারা হারাম ও গুনাহরে কাজে সহায়তা করা হয়। কনেনা এ খাদ্য বক্রিরি উদ্দেশ্যে তরৈরি করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছৈ -এ ধরণরে খাদ্য বক্রিরি করা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করনে “সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর। অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তদিতা।”।[সূরা আল-মায়দো: ২]

আল্লাহই ভাল জাননে।